সংবাদ

তারিখ ০৭ OCT 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞানের অভাব

এম আর খায়রুল উমাম

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকার ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেল নিয়ে আন্দোলন করছেন। এ প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী অনেক কথার মধ্যে বলেছেন জ্ঞানের অভাব এবং করাপ্ট প্রাকটিস। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞানের অভাব হলে অন্য যারা এ পেশায় নিয়োজিত তাদের অবস্থা কি? আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা এই অভাবগ্রস্ত শিক্ষকদের কারণে বেহাল দশা কিনা তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। অর্থমন্ত্রী শুধু জ্ঞানের অভাবের কথা বলে দায়িত্ব শেষ করতে পারেন না। জাতিকে উত্তরণের পথ দেখাতে হবে। জ্ঞানের অভাবগ্রস্ত শিক্ষকরা আমাদের সন্তানদের বর্তমানে যে শিক্ষা দিচ্ছে তা আগামী বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাবে তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। সরকারকে দায়িত্ব নিয়েই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অন্য যারা এ পেশায় নিয়োজিত তাদের 'জ্ঞানের আলোয়' আনতে হবে। শিক্ষকদের জ্ঞানের আলোয় না আনা হলে আগামীতে জ্ঞানী আমলাও পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে যে।

প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন ভালো বাম যারা তাদের তিনি দলে নিয়ে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে অর্থমন্ত্রী বলতে পারেন যারা ভালো শিক্ষক তারা সব আমলা হয়ে গিয়েছেন। সে হিসেবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক থাকার কথা নয়। দেশের বাম রাজনীতি যেমন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থতার পরিচয় রাখছে তেমনই শিক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। আজ সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে শতভাগ পাশের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতে হয়েছে। সরকার ও তার প্রশাসন ব্যবস্থা কত প্রকল্প করে, দেশ-বিদেশ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ এনে নতুন নতুন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী করছে আর শিক্ষকরা তাদের ফেল করিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই শিক্ষকদের বেতন পাওয়ার কথা নয়। তারা বেতন বৃদ্ধির দাবি করেন কি ভাবে আর পদ মর্যাদার দাবিও বা করেন কিভাবে?

রাজধানী থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমলারা যেভাবে জ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন তার সঙ্গে কোন শিক্ষকের জ্ঞানের তুলনা করা চলে না। বিশ্বে এমন বিষয় নেই যে বিষয়ে আমাদের আমলারা জ্ঞান দিতে পারেন না। ছোট্ট পরিসরে যে দু'চারজনকে দেখার সৌভাগ্য হয়, দেখি তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন সমানতালে। এই আমলাদের দেখে জানতে ইচ্ছা করে দপ্তরের কাজ কখন করেন? দেশে আমলাতন্ত্রের যে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য তা এই জ্ঞান বিতরণের কারণে কিনা জানি না। কত সভার সভাপতি আর প্রধান অতিথি তা বোধকরি নিজেরাও জানেন না। একজন প্রবীণ আমলা হিসেবে অর্থমন্ত্রী বলতেই পারেন সামান্য এই শিক্ষককুলকে 'জ্ঞানের অভাব'। আমলাদের জ্ঞানের কাছে শিক্ষকদের জ্ঞানের তুলনা করা চলে না। তাই অর্থমন্ত্রীর যথার্থ মূল্যায়ন সাধারণ মানুষকে উপকৃত করবে।

এক সময় শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসনের কিছু পদে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান করা হতো। এখন সেই সব পদ এমন উচ্চতায় নেয়া হয়েছে সেখানে সাধারণ শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা নেই। শিক্ষকদের ভাগ্য পরিবর্তন না হলে কি হবে এই পদগুলোর ভাগ্য পরিবর্তন করে কুলীণ শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে এসব কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের যে সামান্য সুযোগ ছিল তাও সীমিত করে ফেলা হয়েছে, বা বন্ধই করে দেয়া হয়েছে। বিপরীতে যা অবারিত হয়েছে তা একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্য। এখানে পদের কোন হিসাব নেই। পদের দ্বিগুণ ব্যক্তি কর্মরত হলেও সমস্যা হয় না। ছেলে, মেয়ে, জামাইদের জন্য কিছু ছাড় দিলেও সাধারণ জনগণের জন্য কোন ছাড় দিতে রাজি নয়।

আমাদের দেশের সরকারগুলো এখনো বিশ্বাস করে প্রশাসন এবং তার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মুঠোর মধ্যে রাখতে পারলে সিংহাসন মসৃণ থাকে। সাংবিধানিকভাবে সবাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হলেও দেশের সর্বত্র কর্মকর্তা হিসেবে একটা শ্রেণী-বিন্যাস করা হয়েছে। এই কর্মকর্তারাই সরকারের প্রাণ ভোমরার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এরা এখন জনগণের সেবক নয়, রাজার প্রতিনিধি। সর্বক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ মানুষ এই শ্রেণীর পদসেবা করেই জীবন নির্বাহ করে থাকে। প্রজাতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে কথিত সাধারণ মানুষ এই শ্রেণীকে স্যার বলে করজোড়ে নিবেদন না করলে কোন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কোটায়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী রাজনীতিককেও অনুগ্রহ প্রার্থী হতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় শিক্ষকরা? পদ ও পদ মর্যাদায় সমকক্ষের দাবি সরকারের মানার কোন সুযোগ আছে বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। সরকার তো ওদের ঘাটে নৌকা বেঁধে বসে আছে।

> শিক্ষা আইনে শিক্ষকদের যে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন সমর্থন করা কষ্টদায়ক। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত যে ধারণা ছিল তা থেকে এ যোগ্যতাকে অনেক খর্ব করা হয়েছে। সমাজের অনাগ্রহেই সরকার বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিনা জানি না। তবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে সরকারের জন্য শিক্ষকদের বঞ্চিত করা সহজ হবে

দেশে সম্প্রতি শিক্ষা আইন করা হয়েছে। সেই শিক্ষা আইনে শিক্ষকদের যে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন সমর্থন করা কষ্টদায়ক। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত যে ধারণা ছিল তা থেকে এ যোগ্যতাকে অনেক খর্ব করা হয়েছে। সমাজের অনাগ্রহই সরকার বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিনা জানি না। তবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে সরকারের জন্য শিক্ষকদের বঞ্চিত করা সহজ হবে। মহাজোট সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তার সময়কাল ধরেই শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কমিশনের আশ্বাস দিয়ে চলেছেন। কমিশন গড়ার ন্যূনতম কোন উদ্যোগ এখনো দেখা যায়নি। আগামী কত দিনে দেখা যাবে তাও ধারণা করা যাচ্ছে না। সাধারণ জনগণ এ উদ্যোগের আদৌ কোন সম্ভাবনা দেখছে না।

একই পদে চাকরি করা খুবই অমানবিক। শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাকরি কাঠামো অনুযায়ী প্রভাষকের চাইতে অধ্যাপক বেশি। যদিও এটা পিরামিড কাঠামোর বিপরীত চিত্র তারপরও সব শিক্ষকের মূল দায়িত্ব শিক্ষাদান-- তাই কোন বৈপরিত্য সৃষ্টি করার কথা নয়। অর্থমন্ত্রী বিষয়টি তুলে ভালোই করেছেন। বাংলাদেশের মতো একটা দেশে মাথাভারি ব্যবস্থা কাম্য হতে পারে না। কিন্তু দেশে তো মাথাভারি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সর্বত্র। প্রতিটি সেক্টরে মাথাভারি কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী কি জাতিকে জানাবেন তিনি কিভাবে বছরের পর বছর ধরে পদের দ্বিগুণসংখ্যক ব্যক্তিকে বেতন ভাতা দেন? গ্রাম বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'তেলা মাথায় তেল, রুক্ষ মাথায় ভাঙ বেল'।

শিক্ষা মানুষকে সুজন করে, দায়িত্ববান করে, পরমতসহিষ্ণু করে, বিবেচকবান করে। আমাদের সরকারগুলো এমন শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের মানুষের জন্য কায়েম করতে চায় বলে বিশ্বাস করার কোন সুযোগ আসেনি। ফলে শিক্ষকদের মর্যাদাবান করা বা হওয়ার সুযোগ দিনে দিনে কমিয়ে ফেলা যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলছে। এখানে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বা জাফর ইকবালের চাইতে একজন স্যাঁয়ালের কদর বেশি। আমাদের পেশাজীবীরা রাজনৈতিক মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে সরকারকে এমন সুযোগ গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। সামান্য ব্যক্তিগত প্রাপ্তির আশায় সারাজীবনের অর্জনকে ধূলায় মিশিয়ে দেয়ার যে প্রতিযোগিতা চলছে তা থেকে বের হতে না পারলে অনুগ্রহের দানের আশায় বসে থাকতে হবে। মেধা ও যোগ্যতার অর্জন পাওয়া যাবে না।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের একটা স্লোগান আছে 'মর্যাদায় গড়ি সমান'। নারীদের জন্য এই স্লোগান হলেও বাংলাদেশের প্রশাসনের জন্য সমভাবে কার্যকর। সরকার প্রশাসনে ২৬টি ক্যাডার চালু করেছে। এদের মর্যাদায় সমান না করলে উন্নয়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া কি সম্ভব হবে? নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য মর্যাদায় সমান করা প্রয়োজন। সর্বজ্ঞ তৈরি কার্যক্রম দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব কিন্তু দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে বিভেদ কমাতে সম মর্যাদার প্রশ্ন বিবেচনার দাবি রাখে।